প্রেক্ষাপট ১

নিতু প্রতিদিন বিকালে মাঠে খেলতে যায়। একদিন সন্ধ্যায় সে জঙ্গলের পথ দিয়ে ফেরার সময় হঠাৎ খেয়াল করলো যে গাছের ডালে একটা কাঠবিড়ালি উল্টো হয়ে ঝুলে আছে।সে ভাবলো যে কাঠবিড়ালি টা মনে হয় লাফালাফি করতে গিয়ে গাছের ডালে আটকে গেছে, কাঠবিড়ালি টা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে ওটাকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল।

তারপর নিতু ওটাকে বাসায় নিয়ে আসলো। বাসায় এনে নিতু কাঠবিড়ালিটাকে ভালোভাবে পরিস্কার করে দিল। তারপর নিতু কাঠবিড়ালি টাকে নিয়ে ওয়াশরুমে গেল, ওটাকে ভালো করে গোসল করালো। তারপর ওটার গা মুছিয়ে দিয়ে, সুন্দর করে কিছু কাপড় ওর গায়ে মুড়িয়ে দিল। ভাবলো যে ওর তো গোসল করে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, তাই গরম কাপড়ে মুড়িয়ে দেই। তারপর, কাঠ বিড়ালের গলায় আলতো করে একটা দড়ি বেঁধে নিতু ওর জন্য করা বিছানায় ওকে শুইয়ে দিলো আর দড়িটা খাটের স্ট্যান্ডের সাথে বেঁধে দিল। তারপর রাতের খাবার খেয়ে নিতু শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে, নিতু ওর বন্ধুদের সাথে দেখা করার সময় কাঠবিড়ালি টাকে নিয়ে গেল। ওর বন্ধুরা ওকে খুব যত্ন করল, আদর করল, কাঠবিড়ালিটার সাথে ওরা সবাই খুব মজা করে খেলা করলো।

খেলা শেষে যে যার বাড়িতে চলে গেলো। নিতু বাসায় এসে কাঠবিড়ালীটাকে খেতে দিল। হঠাৎ লক্ষ্য করলো, কাঠবিড়ালিটা ওর গায়ের কাপড় খুলে ফেলতে চাইছে। নিতু ভাবলো কাঠবিড়ালির মনে হয় গরম লাগছে। তাই সে ঘরের জানলা খুলে দিল। জানালা খোলা মাত্রই, নিতু কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাঠবিড়ালিটা লাফ দিয়ে জানালা দিয়ে বের হয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে চলে গেল। কাঠবিড়ালিটা চলে যাওয়ায় নিতু খুবই মন খারাপ করলো। সে ভাবতে থাকলো কাঠবিড়ালিটা এতো অকৃতজ্ঞ কিভাবে হতে পারলো, আমি ওকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসলাম আর ও এভাবে পালিয়ে গেল। এর জন্যই হয়তো বলে ওরা পশু ওদের কোন বিবেক নেই।

সারাদিন এসব ভেবে নিতু রাতে ঘুমাতে চলে গেল, কিন্তু মনে মনে আশা হারাল না। হঠাৎ লক্ষ্য করলো তার বিছানায় ছোট ছোট পায়ের ছাপ, পিছনে ফিরে দেখলো যে কাঠবিড়ালিটা ফিরে এসেছে। সে ভাবলো যে আমি যা ভেবেছিলাম ভুল ভেবেছিলাম, ওর হয়তো মুক্ত থাকতেই ভালো লাগে। আমার কাছে সে বদ্ধ ছিল তাই সুযোগ পেয়ে চলে গিয়েছিলো কিন্তু সে কৃতজ্ঞতার খাতিরে আবার ফিরে এসেছে। তারপর সে কাঠবিড়ালিকে খাবার দিয়ে আদর করতে থাকল। এভাবে করে প্রতিদিন কাঠবিড়ালিটা আসা যাওয়া শুরু করলো। এভাবে নিতু আর কাঠবিড়ালি টার মধ্যে সুন্দর বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেলো।

প্রেক্ষাপট ২

একটা কাঠবিড়ালি একদিন সন্ধ্যায় মনের সুখে গাছের ডালে লেজ বেধে হাত পা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে উল্টো হয়ে ঝুলে গান গাইছিলো। হঠাৎ কোথা থেকে একটা মেয়ে এসে সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে ধরে ফেলল। তারপর তাকে কোথায় জানি নিয়ে গেল।

GROW your READER

তারপর তার গা থেকে সব ধুলো বালি ঝেড়ে দিল আর তাকে পানিতে চুবিয়ে কাপড়ে মুড়িয়ে রেখে দিল। তার গলায় একটা দড়ি বেঁধে দিল। আর কোথায় জানি একটা শুইয়ে রাখলো। ঘরটা গুদামঘরের মতো। তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সে দড়ি ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না।

GROW your READER

পরদিন সকালে মেয়েটা তার গলায় দঁড়ি দিয়ে টানতে টানতে কোথায় জানি নিয়ে গেল। সেখানে আরও অনেকে তাকে ঘিরে ধরলো। তাকে নিয়ে হাসি তামাশা করলো যেগুলো তার একদমই ভালো লাগছিল না।

GROW your READER

তারপর মেয়েটি তাকে নিয়ে আবার সেই বদ্ধ ঘরের ভেতর চলে গেল। যেটা কাঠবিড়ালির কাছে অসহ্য মনে হতে থাকলো। মেয়েটা ওকে খেতে দিল। কাঠবিড়ালিটা খেতে খেতে ভাবতে থাকলো কি করা যায়। সে একটা বুদ্ধিও পেয়ে গেল। সে তার গায়ের জামা কাপড় ছিড়ে ফেলতে লাগলো যাতে মেয়েটা ভাবে তার গরম লাগছে। সে যেমন ভেবেছিল তেমনি হলো, মেয়েটা তার গরম লাগছে ভেবে জানালা খুলে দিল আর ও সুযোগ পাওয়া মাত্রই জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে বনের ভিতর চলে আসলো। জঙ্গলে এসে কাঠবিড়ালিটা আবার প্রাণ ফিরে পেল। সে ভাবল ভীষণ বাঁচা বেঁচে গেছি। মেয়েটা আমাকে যেমন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বোকা বানিয়ে ধরে নিয়ে গেছিল, আমিও তেমন মেয়েটাকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে এসেছি। এবার আমার শান্তি আবার আগের মতো।

এভাবেই সে বনের ভিতর ভাবতে ভাবতে ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে তার খিদে পেয়ে গেল। সে ভাবলো যে, আচ্ছা মেয়েটা যদি তার খারাপই চাইতো তাহলে তো ওকে খেতে দিত না। আমি আবার যেয়ে একটু দেখি মেয়েটা আসলে কেমন। সে মেয়েটার বাড়ি আবার গেল কিন্তু দেখা দিল না।

GROW your READER

সে দেখল মেয়েটা তার খাবার আর কাপড় গুলো নিয়ে মন খারাপ করে বসে আছে। এটা দেখে কাঠবিড়ালি টা মেয়েটাকে দেখা দিল। কাঠবিড়ালি দেখলো যে মেয়েটা তাকে দেখে অনেক খুশি এবং তাকে আবার খেতে দিল। তখন সে বুঝতে পারলো যে মেয়েটাকে সে খারাপ ভেবেছিল কিন্তু মেয়েটা আসলে খারাপ না।

তাই সে মেয়েটার সাথে বন্ধুত্ব করার সিদ্ধান্ত নিল। এভাবেই শুরু হলো ওদের বন্ধুত্ব। সে প্রতিদিন একবার করে মেয়েটার বাসায় যেত। খেয়ে দেয়ে ঘুরে ফিরে মেয়েটার সাথে খেলা করে চলে আসতো।

এই দুইটা প্রেক্ষাপট থেকে আমরা বুঝি যে, এক এক জনের প্রক্ষাপটে এক এক ঘটনা এক এক রকম মনে হতে পারে। কারো একার দিক বিবেচনা করে আমাদের কোন কিছু বিচার করা উচিত না। আমদের উচিত সব দিক বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।